

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1

Title: Title

Signature: Author

Identity: Link Id

Destiny: Lecturer Or Speaker

- ফাতিমা শেখ (Fatima Sheikh)
- বিলকিস বানু (Bilkis Bano)
- সাবিত্রীবাই ফুলে (Savitribai Phule)
- জুনায়েদ (Junaid)
- নাসির (Nasir)

- মানসিক বিকলাঙ্গ
- মানসিক ক্রিমিনাল
- মেন্টাল ক্রিমিনাল
- মানসিক গোলাম
- হিন্দুত্ববাদী চরমপন্থী
- জাতিবাদী আতঙ্কি
- জাতিবাদী সন্ত্রাসী
- মনুবাদী
- ব্রাহ্মণবাদী
- ভগবানধারী
- দেবতাধারী
- চাতুর্বর্ণ্যবাদী

- বজরং মুনি (Bajrang Muni - Hindutva Extremist)
- কালপিট গোরক্ষক মনু মনেশ্বর (Monu Manesar)

Title: Title

Signature: Author

Identity: Link Id

Destiny: Lecturer Or Speaker

Title: SC lawyer's open challenge to manuwadis? If your father has guts, file an FIR

Signature: WG5keGEyMG9WbTEvZXloV2JYeC9kM280Y3c9PQ

Identity: V0R0TWUyOURiMVJ5ZkRKTA

-- 00:00 -- পাথরের পূজা করলে, তারা নিজেরাও পাথর হয়ে যায়। তাদের হৃদয় পাথর হয়ে যায়। গরুর নাম করে মানুষ মেরে ফেলবে? মন্দিরে যেতে দেবে না, ঘরে ঢুকতে দেবে না। কোন মেয়ে যদি কোন দলিত ছেলেকে পছন্দ করে বা যেকোন ভাবে কোন দলিত ছেলের সাথে বিয়ে করে তাহলে সেই মেয়ে অপবিত্র হয়ে যাবে? মেয়েকে সমাজ থেকে বের করে দেবে। মানুষের সাথে এতো ঘৃণা, এতো অবজ্ঞা। আর পাথরের সাথে এত প্রেম ভালোবাসা? আপনার ইচ্ছা হলে পাথরকে পূজা করেন, গরুকে করেন, মহিষকে মানেন, গোবরকে মানেন যাকে খুশি তাকে মানেন। এটা সম্পূর্ণ আপনার নিজেস্ব ব্যাপার। অন্যকোন মানুষের উপর জোর, জবরদস্তি, জুলুম করে চাপিয়ে দিতে পারেন না।

-- 00:36 -- ব্রাহ্মণের তো খাবার খায় না, খায় হারাম খাবার। মন্দিরে কি এমন পরিশ্রমের কাজ আছে? মন্দিরের কিসের এমন পরিশ্রম?

|-----|Start Main Topic|-----|

-- 00:47 -- যে সমস্ত মানুষ বলে সর্বপ্রথম সার্জন শিব ছিল, কেননা শিব তার ছেলের গলা থেকে মাথা কেটে দুইভাগ করে দিয়ে, তার মাথার বদলে হাতীর মাথা লাগিয়ে দিয়েছিল, এর জন্য সর্বপ্রথম সার্জন সে। তাহলে আপনি এই ধরনের মানুষের বুদ্ধি, বিবেক দেখুন। আজ পর্যন্ত এমন কোন সাইন্টিস্ট বা ডাক্তার হয়নি যে মানুষের ব্লাড গ্রুপের পরিবর্তে হাতীর ব্লাড

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1

গুরুপ ম্যাচ করিয়ে দিতে পেরেছে। যদি সত্যি এমন হতো, তাহলে তো ব্লাডের অভাবে মানুষ মারা যেত না।

-- 01:05 -- আজকাল যে সমস্ত মানুষ ব্লাডের অভাবে মারা যাচ্ছে, তাদেরকে হাতির ব্লাড দিলেই তো তারা আর মারা যেত না। আর হাতির মাথা আমাদের মাথার পরিবর্তে লাগিয়ে দিলেই হতো। যারা এই সমস্ত প্রচার করে বেড়ায় তাদেরকে কে বোঝাবে?

-- 01:15 -- এছাড়াও তারা প্রচার করে তাদের একজন সূর্যকে মুখের ভিতরে নিয়ে নিয়েছিল, বলেনা? হনুমান খেলতে খেলতে, সূর্যকে মুখের ভিতরে নিয়ে নিয়েছিল বলে দাবী করে না? সেই শক্তি আজ কোথায়? এই পৃথিবীর হাজারও কোটি মানুষ যখন না খেয়ে ঘুমায়? আজ কোথায় পালিয়েছে এত শক্তিশালী দেবতা, ভগবান?

-- 01:27 -- ভগবানের দেশেই ৫ বছরের মেয়েকে রেপ করে তখন ভগবান কোথায় থাকে? ৩৩ কোটি দেবী দেবতার কোনটা দলিত, শূদ্র হয়নি। আর দলিত, শূদ্র যেখানেই হাত লাগায় অশুদ্ধ হয়ে যায়। এমন কোন ফর্মুলা আছে যা দিয়ে এই মানুষদের শুদ্ধ করে দিতে পারে।

-- 02:42 -- যদি আইন কানুন না থাকতো তাহলে ১৮৬০ সালের আগে হলে এই সব রাম রহিম বাবা কখনোই জেলে যেত না। আশারাম বাবা এইসব কি কি বাবা কখনোই জেলে যেত না। অথচ আজকে তারা ধর্ষনের দ্বায়ে জেলে।

-- 03:25 -- দেবতা ভগবানের মন্দিরে দেবদাসী, প্রভুদাসীদের ভগবানের নামে মহিলাদের ধর্ষন করা হচ্ছে ভগবান তাদের শাস্তি দেয়না কেন? একজন ব্যক্তি মন্দিরের বাইরে বসে খুদার জ্বালায় কাতরাচ্ছে আর ভগবান মন্দিরের ভিতরে মজা নিচ্ছে, সোনাদানা দান নিচ্ছে, এইসব ভগবান দেখতে পারে না? তাহলে মানুষ এমন ভগবানকে না মানলে কি এসে যায়? মন্দিরের ভিতরে বাবা মহিলাদেরকে ধর্ষন করছে, আর ভগবান কিছুই বলতে পারছে না। এ কেমন ভগবান? যদি ভগবান এদেরকে শাস্তি দিতে না পারে, তাহলে সেই ভগবান আমার আপনার জীবনের কি পরিবর্তন করবে? যে ভগবান দোষীদের শাস্তি দিতে পারে না, সেই ভগবান ভালো মানুষের কি উপকারে আসবে?

-- 04:34 -- পাথরের পূজা করলে, তারা নিজেরাও পাথর হয়ে যায়। তাদের হৃদয় পাথর হয়ে যায়। গরুর নাম করে মানুষ মেরে ফেলবে? মন্দিরে যেতে দেবে না, ঘরে ঢুকতে দেবে না। কোন মেয়ে যদি কোন দলিত ছেলেকে পছন্দ করে বা যেকোন ভাবে কোন দলিত ছেলের সাথে বিয়ে করে তাহলে সেই মেয়ে অপবিত্র হয়ে যাবে? মেয়েকে সমাজ থেকে বের করে দেবে। মানুষের সাথে এতো ঘৃণা, এতো অবজ্ঞা। আর পাথরের সাথে এত প্রেম ভালোবাসা?

-- 05:03 -- এই সত্য কথা বললেই একদল ধর্ম্মান্ব বলে বসবে, আমাদের ভাবনায় আঘাত করা হচ্ছে। আর আমাদের কোন ভাবনা নেই? আমাদের ভাবনায় আঘাত হয় না? একজন মানুষ দেবতা, ভগবানকে ছুঁলে অপবিত্র হয়ে যাবে এইসব বলে কি আমাদের ভাবনায় আঘাত করা হচ্ছে না? ইন্ডিয়াতে একজন মুখ্যমন্ত্রী দ্বায়ীত্ব শেষ হলে, সে চলে গেলে তার বসার চেয়ার পবিত্র করার জন্য গোমুত্র, গোবর দিয়ে ধোয়া হয়, এতে কি আমাদের ভাবনায় আঘাত করা হয় না? যে গরুকে মা মানে, সেই গরু রাস্তায় পড়ে থাকা পলিথিন খাচ্ছে এতে তাদের ভাবনায় আঘান হয় না? যে গঙ্গা নদীকে মা মনে করে, সেই গঙ্গা নদীতে মানুষ সৌচকার্য করে, তাতে এই লোকদের ভাবনায় আঘাত হয় না।

-- 05:47 -- আপনার ইচ্ছা হলে পাথরকে পূজা করেন, গরুকে করেন, মহিষকে মানেন, গোবরকে মানেন যাকে খুশি তাকে মানেন। এটা সম্পূর্ণ আপনার নিজেস্ব ব্যাপার। অন্যকোন মানুষের উপর জোর, জবরদস্তি, জুলুম করে চাপিয়ে দিতে পারেন না।

-- 06:36 -- আমাদের এই সত্য বলা রুখতে পারবে না। আমরা এভাবেই বলবো, বলতে বলতেই এই দুনিয়া থেকে যাবো। কেনো না আমরা তো সত্যকে তুলে ধরছি। আমরা মিথ্যাকে বিস্তার লাভ করতে দেব না। কেন না ভবিষ্যৎ প্রযন্মের কাছে ভালো কিছু রেখে যাব।

-- 07:41 -- ব্রাহ্মণের তো খাবার খায় না, খায় হারাম খাবার। মন্দিরে কি এমন পরিশ্রমের কাজ আছে? মন্দিরের কিসের এমন পরিশ্রম?

|-----|End Topic|-----|

Title: Brahmin is not a caste it is a Vedic religion in itself (Part - 3)

Signature: VIZaY0tGWnRmM3NvVm0xOGYzZDZPSE09

Identity: T1RoV0wxzbdiR054TXpKMQ

Destiny: Um5Rd0lsUmpiR2R3Wm5SaklrMTNiMIJxWXpKMA

Part - 1 | Brahmin is not a caste it is a Vedic religion in itself (Part - 3)

পৃষ্ঠাঃ ২১ এর ২

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1

|-----|Start Main Topic|-----|

2 - 00:04 - হিন্দু ধর্মে ব্রাহ্মণ নিজেই সুপারম্যান বলে থাকে। এমনকি দেবতা, ভগবান, ঈশ্বরের চাইতে বড় বলে থাকে। হিন্দু ধর্ম আসলেই কি ধর্মের সংজ্ঞা অনুসারে কোন ধর্ম? যেমন খ্রিস্টান ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম এই ধর্মের মতো কি হিন্দু ধর্ম আসলেই কি একটা ধর্ম?

8 - 00:41 - এক কথায় বলা যায়, ইতিহাসে হিন্দু ধর্মের কথা উল্লেখ নেই। আসলে বাস্তবতা এই যে, একদিকে যদি সমস্ত বৈদিক ধর্মাবলম্বীদের রাখা হয় আর অন্যপক্ষে অন্য সমস্ত লোকদের রাখা হয়, তবে এই সমস্ত লোকদের মিলিত ভাবে হিন্দু বলা যায়।

11 - 01:01 - আর জাতি ব্যবস্থা - হিন্দু গোষ্ঠী বা সমষ্টির স্বাতন্ত্র্যিক বৈশিষ্ট্য, বিশেষত্ব। আর সেই অর্থে বলতে গেলে ব্রাহ্মণদের ভিতরে কোনো জাতি ব্যবস্থা নেই। ব্রাহ্মণের ভিতরে একটিও জাতি নেই। ব্রাহ্মণ একটি বৈদিক ধর্ম। আর এই বৈদিকেরা বাকি সব মানুষকে গোলাম বানানোর জন্য গোলামদের জন্য আলাদা একটি শ্রেণী বানিয়েছে যাকে বলা হয় হিন্দু ধর্ম।

15 - 01:30 - আর এর ভিতরেও অনেক কিছু বোঝার আছে। আর এইসব বুঝতে গেলে আগে আমাদেরকে বুঝতে হবে ধর্ম বলতে কি বোঝায়। মূলত তিনটি বিষয়ের উপর - ধর্ম নির্ভরশীল। এর ভিতর প্রথমটি হলো - যে সমস্ত পুরোনো প্রশ্ন আছে। এগুলোকে মুখ্য প্রশ্ন বলা যায়। যেমন আমি কে।

18 - 01:46 - আমি কোথা থেকে এসেছি, এই বিশ্ব কিভাবে তৈরী হয়েছে, বর্তমান বা ভবিষ্যতে এই বিশ্ব বা পৃথিবীর কি হবে, কে এই পৃথিবীর প্রতিপালন করে। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সকল ধর্মেই বলা আছে। যেমন ইসলাম ধর্ম হোক, খ্রিস্টান ধর্ম হোক, ইহুদি হোক, পারসী হোক, এই সব ধর্মে - এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাবেন।

21 - 02:07 - দ্বিতীয়টি হলো - আমি কার ইবাদত করবো, কার উপাসনা করবো বা কার পূজা করবো। আর কিভাবে করবো। আর সেই ধর্মের পথ প্রদর্শক বা ধর্ম প্রচারক কে? আর কোন ধর্ম, আমি কিসের জন্য পালন করবো? মুক্তির জন্য করবো, নাকি পরিত্রাণের জন্য করবো, স্বর্গ পাওয়ার আশায় করবো, নাকি অন্য কোন কিছুর জন্য করবো? আর এসব করলে আমার কি লাভ হবে। আর সৃষ্টিকর্তা কে। আমাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে। এই হলো দ্বিতীয় বিষয়।

24 - 02:34 - আর তৃতীয় যে বিষয় - তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর তা হল আমরা জন্মের পর কি করবো। বিয়ের সময় কি করবো। মৃত্যুর পর আমরা কি করবো। আমরা কোন জিনিসগুলোকে ভালো বলে মানবো, আর কোন জিনিস গুলোকে মন্দ বা খারাপ বলে মানবো। আমরা রাস্তায় কি করবো, মাঠে কি করবো, ক্ষেতে কি করবো।

27 - 02:53 - শস্যা হলে কি করবে? এই সমস্ত কিছুর উত্তর ধর্মগ্রন্থে থাকে। প্রতিনিয়ত আমাদের আচার, আচরণ, ব্যবহার কেমন হবে তা ধর্মশাস্ত্রে উল্লেখ থাকে।

30 - 03:13 - আমাদের বাপ দাদা যা কিছু করেছে, যে আচার অনুষ্ঠান পালন করেছে, আমাদেরকেও তাই মেনে চলা উচিত। আর এটাও এক রকমের ধর্ম। যেমন ট্রেডিশন বা ঐতিহ্য, বংশ পরম্পরা। আর হিন্দু বৈদিকেরা তৃতীয় বিষয়টাকে আয়ত্তে নিয়েছে। এবং নিজেদের অধিকারভুক্ত করে নিয়েছে। এখন আপনি যদি জানতে চান অতীতে ভারতীয় ধর্ম কি? তবে তার উত্তর হবে, তা হিন্দু না।

35 - 03:52 - অতীত ভারতীয় ধর্ম নয়টি। যাকে নয় দর্শন বলা হয়। এই নয় দর্শনের ভিতর ছয়টি দর্শনই নাস্তিক। এখানে নাস্তিক বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করা জারুরী। এখন যেমন সৃষ্টিকর্তাকে যারা মানে না, তাদেরকে নাস্তিক বলে, তখনকার মত অনুসারে যারা বেদে বিশ্বাস করতো না তাদেরকে নাস্তিক বলা হতো।

39 - 04:19 - এখন আমরা যেমন বুঝি যে ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তাকে মানে সে আস্তিক আর যে মানে না সে নাস্তিক। এমনটা শুরুতে ছিল না। এখানে যে দর্শন ছিল, তা আবার দুইটা বিষয় নিয়ে বলে, তার মধ্যে একটি হল পৃথিবী সৃষ্টি কীভাবে হলো। মানুষ কীভাবে সৃষ্টি হলো। এর পর কী ঘটবে। এবং একজন ব্যক্তি ব্যক্তিগত জীবনে কীভাবে সাধনা করবে, যাতে তার জীবনে উন্নতি হয়। উন্নত মানুষে পরিণত হতে পারে।

43 - 04:45 - যেমন ন্যায়, যোগ। এদের ভিতর ছিল বৌদ্ধ, জৈন, চার্বাক, আজীবক। এই সমস্ত দর্শনই নাস্তিক ছিল। তাহলে দেখা যায় ভারতীয় দর্শন নাস্তিক ছিল। তাহলে যাদেরকে হিন্দু বলে, হিন্দু ধর্ম বলে তা তো নাস্তিক।

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1

46 - 05:12 - দুই হাজার আটশ বছর আগে জৈন ধর্মে মহাবীর বলেছে যে, এই বিশ্ব ভৌতিক নিয়মে সৃষ্টি হয়েছে। এই বিশ্বকে সৃষ্টি করার জন্য, পরিচালনা করার জন্য, বা ধ্বংস করার জন্য কোন দেবতা, ভগবান বা ঈশ্বরের বা পরমেশ্বরের আবশ্যকতা নেই।

49 - 05:33 - আর এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে জৈন বিজ্ঞান শুরু হয়েছে। অপর দিকে বৈদিকেরা তো বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করে। তারা শুধু বিজ্ঞানের সুযোগ, সুবিধা নেবে; কিন্তু বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করবে। তারা ল্যাপটপ চালাবে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে, ফেক নিউজ ছড়ানো, দাঙ্গা ফায়াসাদ করার জন্য অপপ্রচার করবে। কিন্তু বলবে এসব তো সত্য না, এসব তো বিজ্ঞান না। সত্য তো ওইটা, বিজ্ঞান তো ওইটা; বিজ্ঞান তো শুধুমাত্র গায়ত্রী মন্ত্র, ওম ভূর ভু স্বঃ।

54 - 06:04 - তারা বলবে যা কেউ পড়তে পারে না, যা কেউ বোঝে না, সেই বেদে সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান পড়ে আছে। যদি সত্যিই তাতে কোন জ্ঞান বা বিজ্ঞান পড়ে থাকে তাহলে আমি কি তা পড়তে পারবো? কারণ বেদ তো সাধনার মানুষের জন্য পড়া নিষিদ্ধ। আর ব্রাহ্মণ তো পড়েনা, কারণ তাদের তা পড়ার দরকার পড়েনা। আর কখনো প্রয়োজন ছিলো না। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে লাখে একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ খুঁজে পাওয়া কষ্টকর, যে সঠিকভাবে বৈদিক ব্যাকরণ জ্ঞান আছে, বা জানে ও বোঝে। এক লাখে একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ তাদের কাছে এর কোন প্রয়োজনই নেই, বা কখনো ছিল।

61 - 06:46 - যেমন হে ঈশ্বর, আমাকে এমন শক্তি দাও যেন, আমি শত্রুর নারীদের, মহিলাদের ধরে আনতে পারি, বন্দি করে আনতে পারি। যাতে তাদের সম্মান নষ্ট করতে পারি, তাদের সাথে বিয়ে করতে পারি। আর তা না হলে তাদেরকে বলৎকার করতে পারি। হে ইন্দ্র, আমাকে এমন শক্তি দাও, যেন আমি ছোট ছোট বাচ্চা শত্রুদেরকে বন্দি করে আনতে পারি এবং তাদেরকে গোলাম বানাতে পারি, দাস বানাতে পারি।

64 - 07:05 - হে ঈশ্বর, আমাকে এতো শক্তি দাও, যেন আমি শত্রুর ধন-সম্পদ, জান-মাল সব কিছু লুট করে নিতে পারি। এইসব প্রার্থনা বা শ্লোকে ঋগ্বেদে ভরা। তাহলে ঋগ্বেদের শ্লোক অনুসারে বলা যায়, এই সব বেদ যারা মানে তারা ধূর্ত, চোর, ডাকাতের দল।

68 - 07:30 - চার্বাক স্পষ্ট ভাবে বলেছে, ভদ্ভ, ধূর্ত আর নিশাচর লোক তিন বেদ সৃষ্টি করেছে। এখানে একটা কথা বলা অনেক জরুরী, বেদ তিনটি হয়, চারটি না।

71 - 07:50 - বেদ তিনটি হয়। অথর্ববেদ শূদ্রের বেদ। কেননা অথর্ববেদে যন্ত্র শাস্ত্রের কথা বলা হয়েছে। অথর্ববেদে শিল্প শাস্ত্র নিয়ে বলা হয়েছে, অথর্ববেদে আয়ুর্বেদ নিয়ে বলা হয়েছে, অথর্ববেদে কৃষি কার্য নিয়ে বলা হয়েছে, অথর্ববেদে ঔষধি শাস্ত্র নিয়ে বলা হয়েছে।

74 - 08:09 - আর অথর্ববেদের সৃষ্টিও হয়েছে শূদ্রদের মাধ্যমে। আর এর জন্য, কোন ব্রাহ্মণ যদি রিসার্চ পেপার তৈরী করে; তাহলে তাকে জাতি ব্যবস্থা থেকে বহিষ্কার করা হয়।

2023-04-01 - 1st April, 2023 - Saturday

76 - 08:24 - অথর্ববেদের উপর ব্রাহ্মণের সমীক্ষা বা রিসার্চ করার নির্দেশ নেই। দ্বিতীয়ত, পুরাণ শুদ্ধরা লিখেছে। যেমন রামায়ণ মূলত পুরাণের অংশ। অনেক হিন্দু এটা জানে না যে রামায়ণ পুরাণের ভাগ। মহাভারত পুরাণের অংশ। তো রামায়ণ কে লিখেছে? বান্মীকি রামায়ণ লিখেছে। বান্মীকি কি বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিল? [-08:58 To 09:03-] অথর্ববেদের লেখক পরাশর।

82 - 09:08 - [-09:08 To 09:10-] মহাভারতের লেখক ব্যাস। আর ব্যাসের তো পরাশর আর মৎস্যগন্ধার অনৈতিক সম্পর্ক থেকে জন্ম নেয়া অতি শুদ্ধ, চন্দাল। যার অর্থ, কাব্য বা কবিতা থেকেই এই সব সাহিত্যের লেখা বা সৃষ্টি হয়েছে। আর বৈদিকেরা এই সাহিত্যকেই তাদের হাতিয়ার করেছে।

86 - 09:30 - কারণ কাব্য ও কবিতায়, মারাত্মক ভাবে একটা জিনিস থাকে, আর তা হলো কবিতা খুব সহজে মানুষের হৃদয় দখল করে নিতে পারে, মানুষের মনের দখল নিতে পারে। কাব্য বা কবিতার কথায় রোমান্টিসিজম আসে। কাব্য বা কবিতার কথায় রোমান্টিসিজম আসে, আর মানুষের মনের দখল তাদের হাতে থাকায়, এইসব কাব্য সাহিত্য, যখন যা ইচ্ছা বা যখন যা প্রয়োজন তা বদলিয়ে তাদের মতো করে বলে। যার ফলে এই সব কাব্য তাদের কাছে মস্ত বড়ো হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, আর আমাদেরকে গোলাম বানায়।

90 - 09:52 - বেদে আমাদের গোলাম বানাতে পারে না, কারণ; আমরা বেদ পড়তে পারি না। উপনিষদ পড়তে পারি না।

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1

আমাদের গোলামীর কারণ পুরাণ। গোলামীর কারণ হেমাঙ্গি।

93 - 10:06 - ভারতে যখন রাজার আমল শেষ হয়ে, মুসলিম শাসন শুরু হয়। তখন হিন্দু রাজা কম হয়ে আসায়, যজ্ঞ করারও কম হয়ে আসে। আর যজ্ঞ কম হলে, ব্রাহ্মণদের জীবিকা উপার্জনও কমে হয়ে আসে। শাস্ত্রের এক জায়গায় লেখা আছে যে, একবার যজ্ঞ করার মতো কেউ না থাকায়, বিশ্বামিত্র আর্থিক ভাবে প্রচণ্ড দুরবস্থায় পড়ে। এতটাই দুরবস্থা যে তাকে, কুকুরের মুখের থেকে খাবার নিয়ে খেতে হয়েছে।

2023-04-02 - 2nd April, 2023 - Sunday

99 - 10:45 - দ্বাদশ শতাব্দীতে এক ব্রাহ্মণ লিখেছেন যে, এখানে রাজা নেই, যজ্ঞ করার মতো কেউ নেই। আর সে না খেয়ে খেয়ে, শুকিয়ে খড়ি কাঠের মতো হয়ে গিয়েছি। আমি মরে যাবো, আমি এখন যেকোন কিছু খেতে পারি।

102 - 11:06 - এরপর হেমাঙ্গি-চতুর্বর্গ চিন্তামণি লিখেছে। এর যে বেস বা ফাউন্ডেশন তা হলো পুরাণ। যখন রাজাও থাকবে না, যখন কেউ যজ্ঞ করবে না, তখন ব্রাহ্মণ বা বৈদিকের শূদ্রের বাড়িতে গিয়ে পূজা করার অনুমতি আছে। সে এমনভাবে শূদ্রকে লুটেপুটে খাওয়ার জন্য চার হাজার অনুমতি বা লুটনামা বা ব্রত বা সংকল্প লিখেছে।

2023-04-02 - 2nd April, 2023 - Sunday

106 - 11:33 - চতুর্বর্গ চিন্তামণি রচনার মাধ্যমেই আমাদের গোলামির শুরু। কিন্তু আমাদেরকে ছলচাতুরি, ধোঁকাবাজি, ধরে-বেঁধে গোলামি বলতে যা বোঝায় তা শুরু হয়েছে চতুর্বর্গ চিন্তামণি মাধ্যমে। দ্বিতীয় বিষয় হল হিন্দুধর্ম এই অর্থে ধর্ম না। এতো নয় দর্শনের মিশ্র ভেজ। মিশ্র ভেজের ভিতরে কি কি আছে তা বোঝা যায় না। হিন্দু ধর্ম এমনই এক মিশ্র ভেজ।

111 - 12:07 - আর এই মিশ্র ভেজের চক্রর এমন এক চক্রর যে, আপনি যদি বলেন আমার কাছে এই বিষয়টা গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে না, বা আমার কাছে এই জিনিসটা ঠিক লাগছে না। আপনার পাশের জন বলবে, হ্যাঁ এইটা ঠিক না, এইটা কিন্তু ঠিক। আবার কেউ যদি বলে, এইটা ঠিক না। তাহলে তারা বলবে; ঠিক আছে - এইটা ঠিক না, কিন্তু এইটা ঠিক আছে।

116 - 12:30 - যদি আপনি মনুষ্মতি দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন। আর মনুষ্মতি শুধু একটি নয়, যাগবক্ষ্য স্মৃতি, বশিষ্ঠ স্মৃতি, পরাশর স্মৃতি, অত্রি স্মৃতি, আশ্বলায়ন সূত্র সব একই কথা বলেছে। ডঃ ভীমরাও আশ্বদকর শুধু মনুষ্মতি জ্বালিয়েছে বলে সবাই, মনুষ্মতির কথায় জানে।

119 - 12:46 - যে মনুষ্মতিকে সাথে নিয়ে চলতে চাই, সেও মনুষ্মতি পড়ে না। আবার যে মনুষ্মতি জ্বালিয়ে দেয় সেও পড়ে না। আর মনুষ্মতিতে এমন অনেক বিধান আছে যা পরস্পর বিরোধী। আর মনুষ্মতিতে এমন অনেক বিধান আছে যা পরস্পর বিরোধী। বহু স্টেটমেন্ট পরস্পর বিরোধী।

122 - 13:02 - একই স্টেটমেন্ট আছে যার বিরোধী কোন স্টেটমেন্ট নেই, আর তাহলো - বেশি খেলে মানুষের অসুস্থ হয়। এর বিরুদ্ধে কোন স্টেটমেন্ট নেই। এক জায়গায় লেখা আছে -

ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমহত

মনু সংহিতা - ৯/৩

(Na sthree swathanthryam arhati)

আবার লেখা আছে -

যত্র নার্যাস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।।

মনু সংহিতা - ৩/৫৬

126 - 13:22 - ভারতবর্ষের মূলনিবাসীকে গোলাম বানানোর জন্যই এসব আশিষ্ণুটি বা কনফিউশন তৈরী করে। আর হিন্দু ধর্ম কোন ধর্ম না, এরা কাউকে এটা বুঝতে দেয় না। কেননা যে কোন ধর্মের, ধর্মগ্রন্থ থাকে। অপর দিকে হিন্দু ধর্মের কোন ধর্মগ্রন্থ নেই। কেউ কেউ বলবে, বেদ আমাদের ধর্মগ্রন্থ। ধর্মগ্রন্থ সকল মানুষের পড়ার অধিকার না থাকলে তা ধর্মগ্রন্থ হতে পারে না।

131 - 13:51 - আবার কেউ কেউ বলবে, গীতা আমাদের ধর্মগ্রন্থ। গীতা ধর্মগ্রন্থ, এই কথা কোন পুরণে, কোন বেদে, কোন উপনিষদের কোথাও বলেনি। গীতা ধর্মগ্রন্থ, এই কথার কোন মান্যতা নেই। আসলে গীতার উপরে মানুষের অন্ধবিশ্বাসই

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1

বেশি।

133 - 14:06 - গীতা কতগুলো? ৭০০ শ্লোক। এই ৭০০ শ্লোকের ভিতরে, প্রথমে যাট শ্লোকে; কে লড়াই করছে, কোথায় লড়াই করছে, কে কি শঙ্খ বাজাচ্ছে, আর কে কি করছে এইসবই বলা আছে। এর ভিতরে তো মানুষ মারা আর লড়াই করা ছাড়া আর কোন ফিলোসোফি নেই।

136 - 14:25 - এর পরের ছয় অধ্যায় তো, প্রথম দিকের শ্লোকের সাথে মিল খায় না। এমন কি গীতার মূল কথার সাথেও মিল খায় না। তাহলে এমন কোন গ্রন্থকে, ধর্মগ্রন্থ বলা যায় না।

138 - 14:41 - ধর্মগ্রন্থ কাকে বলে? আমাদের প্রাত্যহিক জীবন কেমন হবে, কি করতে হবে, কি করা যাবে না, তা বলা হয়। ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে বলবে। আর এইসব বলা হয় কোথায়? ধর্মগ্রন্থে। কোন গ্রন্থকে ধর্মগ্রন্থ হতে হলে এই বিষয়গুলো থাকতে হবে। গীতাতে কি এই বিষয়গুলো আছে? গীতাতে এই বিষয়গুলো নেই। মহাভারতেও নেই, রামায়ণের নেই, বেদেও নেই। যার অর্থ হিন্দুদের কোন ধর্মগ্রন্থ নেই।

146 - 15:28 - যেমন বাইবেল। মানুষ কিভাবে এসেছে, ঈশ্বর কে, মানুষের আচার আচরণ কেমন হওয়া উচিত, কি করা উচিত, কি করা উচিত না, এই সব বাইবেলে লেখা আছে। বাইবেলের দুই ভাগ, ওল্ড টেস্টামেন্ট, আর নিউ টেস্টামেন্ট। সমস্ত পৃথিবী সম্পর্কে, পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে, মানুষের আচার ব্যবহার সম্পর্কে, ওল্ড টেস্টামেন্টে লেখা আছে। মুসলিম, ইহুদি তাদের লিখিত ধর্মগ্রন্থ আছে। মুসলিম, ইহুদি তাদের লিখিত ধর্মগ্রন্থ আছে। মুসলমানদের জন্য যেমন কোরআন শরীফ। বৌদ্ধদের ত্রিপিটক। ইহুদিদের তাওরাত/তোরাহ বা তানাখ। হিব্রু বাইবেলকে ইহুদিরা তানাখ বলে। গ্রন্থটির তিনটি অংশের আদ্যক্ষরের সমন্বয়ে তানাখ শব্দটি গঠিত - তোরাহ, নবিইম, কেতুবিম। আরো মজার বিষয় হচ্ছে, তোরাহ আক্ষরিক অর্থ শিক্ষা। আর মানুষ শিক্ষা লাভের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে। আর হিন্দুদের বেদ শব্দের অর্থ কি? বেদ সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। আর তোরাহ শব্দের অর্থ শিক্ষা। তোরাহ বা পঞ্চপুস্তক। আবার বেদ ও একাধিক ধর্মগ্রন্থের সমষ্টি। কোন কারচুপি ধরতে পারছেন? তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই মত অনুসারে, হিন্দু ধর্মের কোন গ্রন্থকে, ধর্মগ্রন্থ বলবেন?

156 - 16:26 - ভারতবর্ষে বিশেষ করে হিন্দু সমাজে রাম নাম, কমন। আর তারা বলে দশরথের পুত্রের নাম অনুসারে, এই রাম নাম এসেছে। যদি মুহূর্তের জন্য মেনেও নেই যে, আমি আমার ছেলের নাম এই জন্যে রাম রেখেছি, কারণ রাম ভালো ছিল। তাহলে দশরথ কোন রামকে দেখেছিল, যে তার ছেলের নাম রাম রেখেছিল?

161 - 16:56 - কৌশল্যা একজন কালো মহিলা ছিল। আর কালো মহিলাকে রামা বলা হতো। কালো জমিকেও রামা বলে। আর রামা যে সন্তান জন্ম দেয় তাকে রাম বলতো। তো কৌশল্যা কালো ছিল, রাম কালো ছিল। সে কালো ছিল তাই তাকে রাম বলা হতো। আর হিন্দু সমাজ এখন যা চাচ্ছে তাহল, এই পৃথিবীকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করতে। এই বিশ্বকে অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতরে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। অন্ধকার সুড়ঙ্গ হচ্ছে, অন্ধবিশ্বাসের সুড়ঙ্গ।

166 - 17:33 - শ্রদ্ধা আর অন্ধশ্রদ্ধার ভিতরে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু বিশ্বাস আর অন্ধবিশ্বাসের ভিতরে অনেক পার্থক্য। আবার শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসের ভিতরে অনেক ব্যবধান। কেননা শ্রদ্ধা করতে কোন প্রমাণ লাগে না। যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্লডিয়াস টলেমিকে আমি দেখিনি বা জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপারনিকাসকে আমি দেখিনি, কিন্তু তাদেরকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাদেরকে শ্রদ্ধা করার জন্য কোন প্রমাণ দেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু তারা যে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিল এটা বিশ্বাস করার জন্য অবশ্যই প্রমাণের দরকার আছে।

171 - 17:58 - তো শ্রদ্ধা ওঁ এর যে জাল বিছিয়েছে, এর পরিণতি ভয়ঙ্কর। আর এর থেকে মুক্তি খুব সহজ একটা পথ আছে। আর ভারতবর্ষের মূলনিবাসী এই পথ অনুসরণ করলে এইসব ভন্ড ভগবানধারীদের কাছ থেকে, হাজার বছরের গোলামি থেকে মুক্তি পাবে। আর সেই পথ হলো - প্রশ্ন করা। তাহলে তাদের ঠগাতি, ধর্মের নাম ধান্দাবাজি মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।

175 - 18:21 - যেমন গরু বা গাই অনেক পবিত্র। তাহলে যাড় কি? যে গাই-কে মারবে, তারা তাকে মেরে ফেলবে। মব-লিনচিং তো তার গাই-কে নিয়ে করে। ভাগওয়াধারী বাবা ধাবা, তেল তবলা, ধর্মের আফিম খেয়ে ধর্মান্ধ হয়ে কেউ বলবে, গাই একমাত্র পশু, যে অক্সিজেন নেয়, আবার অক্সিজেনই ছাড়ে। কেননা ভগবানের বানানো পশু না। যদি গাই ভগবানের বানানো পশু হয়, তাহলে মহিষ কি রাবণ বানিয়েছে?

180 - 18:52 - তাহলে কি সমস্ত প্রাণীকে ভগবান তৈরী করেনি? দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, গাই যদি অক্সিজেন নেয়, আবার অক্সিজেনই ছাড়ে। তাহলে অক্সিজেন কেন নেয়? অক্সিজেন নেয়ার প্রয়োজন কি? তার ভিতরে তো অক্সিজেন আছে-ই। ওর মূত্রে এতো পরিমানে গুণ আর উপকারিতা যে, গোমূত্রে ক্যান্সারের মতো বহু দুরারোগ্য অসুখ ঠিক হয়ে যায়। তাহলে গাই বা গরুর ক্যান্সার হয় কেন?

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1

184 - 19:18 - আর একটা বিষয় হলো - এটা কে প্রমাণ করেছে যে, গো-মূত্রে যা আছে, কিন্তু মহিষের মূত্রে নেই? আর গাই, মহিষের চাইতে বেশি পবিত্র, ভালো মানুষ, দুঃখিত ভালো পশু, ভগবানের একমাত্র সৃষ্টি। কিন্তু এই বিষয় নিয়ে কথা বলা, আলোচনা করাও পাপ মনে করা হয়। যখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধদের অনেক প্রভাব ছিল তখন, বৈদিক ব্রাহ্মণের সভাতে একমত হয় যে - এরপর থেকে তারা আর গরু মারবে না।

190 - 19:55 - শুরু যজুর্বেদে লেখা আছে, অন্য ব্রাহ্মণরা যাই বলুক। সুন্দর আর মাংসল বাছুর পাই, তবে আমি না খেয়ে থাকতে পারব না। গাই ব্রাহ্মণকে দান হিসেবে দেওয়া হতো।

196 - 20:31 - যজ্ঞ সংস্কৃতিতে গরু, বাছুর, ছাগল, ঘোড়াকে হত্যা করার বিধি আছে না? গাই ব্রাহ্মণদের দান করে দিত কারণ, যে সমস্ত গাই দুধ দেওয়া বন্ধ করে দিত, সেই সব গাই, ব্রাহ্মণদের দান হিসেবে দিয়ে দিতো। যাদের যাদের কাছে চাষ করার মতো জমি ছিল না, তাদের কাছে কোন গাই থাকলে তা ব্রাহ্মণকে দান হিসেবে দিয়ে দিতো।

198 - 20:43 - আর আজ যে সমস্ত ব্রাহ্মণ বলে গাইকে মারা ঠিক না তারা গাই পবিত্র, গাইয়ের পেটে ভগবান থেকে, আগারা, বাগরা, ইত্যাদি ইত্যাদি বলে। ওই সমস্ত লোক ছোট একটা কোথায় জানে না যে, গরুর দুধ কোথার থেকে আসে, আর গোবর কোথায় থাকে। কখনো দেখেইনি, আর দেখার চেষ্টাও করেনি।

202 - 21:03 - আর এভাবেই এরা প্রতিনিয়ত মানুষকে প্রতারিত করে যাচ্ছে, ফাঁসিয়ে যাচ্ছে, ফাঁদে ফেলছে। আর একটি মাত্র জিনিসই এর থেকে আমাদেরকে বাঁচাতে পারে, আর তা হলো - তাহেরকে প্রশ্নের সম্মুখীন করা। এর ভিতরে আরও একটা প্রশ্ন হচ্ছে, যদি গাই পবিত্র হয়, তাকে মারা ঠিক না হয়, তাহলে তো আজকের দিনে কোন মানুষ থাকতো না, কোন প্রকারের পশু থাকতো না, কোন বাঘ থাকতো না, কোন সিংহ থাকতো না। চারিদিকে শুধু গাই আর গাই থাকতো।

207 - 21:38 - আর যে সমস্ত গাই ব্রাহ্মণকে দান করা হতো, সেই সমস্ত গাইয়ের কি হতো? বেদ স্বাক্ষী, ব্রাহ্মণকে দান করা এই সমস্ত গাইকে তারা কতটা নৃশংস ভাবে হত্যা করতো। যজ্ঞতে হাতিয়ার দিয়ে পশুকে হত্যা করা নিষেধ। প্রথমে তাকে বাধা হতো, তারপর লাথি এবং কিল, ঘুষি মেরে ওই পশুকে হত্যা করা হতো।

213 - 22:15 - যজ্ঞে যে পশু হত্যা করতো, সে তো কোন মানবীয় ব্যবহার করতো না। আর গাইয়ের জন্য, মানুষকে যারা হত্যা করে আসছে, সেও অমানবিক, অমানুষ। তাহলে এই ভারতবর্ষের পরম্পরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এক দিকে মানবীয় মানুষ যারা এই সমস্ত অমানুষের হাতে হত্যা হচ্ছে। আর অমানবীয় মানুষ যারা, হত্যা করছে।

216 - 22:37 - আর এমনটা আজকের দিনে হচ্ছে তা তো নয়। এর পূর্বেও হাজার বছর ধরে এমন হয়ে আসছে। পূর্বের বৌদ্ধদের সাথেও হয়েছে। চার্বাক কেও এরা হত্যা করেছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে বশেশ্বরকে হত্যা করা হয়েছিল, ষোড়শ শতাব্দীতে তুকারাম কে হত্যা করা হয়েছিল। তাহলে এতো হত্যা - যজ্ঞের পরম্পরা। যে পড়াশুনা করে প্রশ্ন ওঠায়, প্রশ্ন করে জানার চেষ্টা করে, বুঝতে শেখে এবং প্রশ্ন করা শুরু করে, তাকে হত্যা করতে হবে; এমন কথা প্রচার করা বৈদিকের আলাদা একটা ধর্ম। আর যাদেকে হিন্দু বলা হয়, তাদের আলাদা ধর্ম। তার ভিতরে শৈব ধর্ম, শাক্ত ধর্ম এছাড়াও আরো অনেক ধর্ম আছে। মানুষকে ভগবান মানাই এদের ধর্ম।

223 - 23:26 - যেমন ভারতবর্ষের যেকোন গ্রামের, যেকোন মূলনিবাসীর বাড়িতে গেলে তাদের প্রার্থনালয় দেখো। কি থাকে সেখানে? মহারাষ্ট্রে গেলে দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা ভগবান দেখতে পাবে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা ভগবানকে দেখতে পাবে। আর ছোট ছোট টুকরের চান্দী, যার উপরে কিছু লেখা থাকে, যাকে বলা হয় টাক। মহারাষ্ট্রে যাকে টাক বলে, তা সারা ভারতবর্ষে দেখতে পাওয়া যায়।

229 - 24:04 - আর এগুলো তাদের পূর্বজের নাম বা পূর্বপুরুষের নামে তৈরী করা হয়। যার অর্থ, তাদের কাছে যে সমস্ত পূর্বজ ভালো ছিল, তারা তাদের ভগবান। তাহলে বাপ-দাদাকে ভগবান মান্যতা দেওয়া একটা সংস্কৃতি। আর দ্বিতীয় সংস্কৃতি হচ্ছে, যা কখনো ছিলো না, যা কখনো ঘটেনি, তার নাম নিয়ে, বাকি সব মানুষকে গোলাম বানানোর সংস্কৃতি।

233 - 24:29 - আর গোলাম বানানো দের ধর্ম, আর গোলামের ধর্ম এক হতে পারে না। তাহলে কোন ব্রাহ্মণ আর শূদ্রাতি শূদ্রের ধর্ম এক হতে পারে না। আর হিন্দু ধর্ম তো কোনো ভাবেই হতে পারে না।

235 - 24:42 - ব্রাহ্মণের ভিতরে কোন জাতি ব্যবস্থা নেই, আর বাকি মানুষের ধর্ম নেই। ব্রাহ্মণ এলাকা বা অঞ্চল ভিত্তিক পরিচয়ে পরিচিত হয়। অথবা গুরুর পরিচয়ে পরিচিত হয়। যেমন এলাকা ভিত্তিক ব্রাহ্মণের ভিতরে - ভারতের মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের দেশস্থ ব্রাহ্মণ। ভারতের মহারাষ্ট্র সহ গোয়া, কর্ণাটক ও মধ্যপ্রদেশের কর্হাদে ব্রাহ্মণ বা কারাদ ব্রাহ্মণ। মহারাষ্ট্র ও মহারাষ্ট্র রাজ্যের উপকূলীয় অঞ্চল কোঙ্কনে বসবাসকারি চিৎপাবন ব্রাহ্মণ বা কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণ। উত্তর ভারতের কান্যকুব্জ

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1

ব্রাহ্মণ, ভারতের উত্তরপ্রদেশের কনৌজ ব্রাহ্মণ বা কনৌজ ব্রাহ্মণ। কাশ্মীর কাশ্মীর ব্রাহ্মণ। এ সবই এলাকা ভিত্তিক বা রিজিওনাল।

240 - 25:15 - আবার কে কতগুলো বেদ জানে তার ভিত্তিতে পরিচিত হয়। যেমন একবেদি, দ্বিবেদি, ত্রিবেদি হয়। চতুর্বেদি কম হয়। কারণ চতুর্বেদি হতে অথর্ববেদ জানতে হয়। এদের ভিতরে ত্রিবেদি বড়ো হয়। আর এই বেদ জানা ব্রাহ্মণের ভিতরে, রুটি আর বেটি দুটোরই গ্রহণযোগ্যতা আছে।

245 - 25:45 - তাহলে এদেরকে জাতি বলা যায় না। কারণ হিন্দু ধর্মে জাতি বলতে, এমন ব্যবস্থা যাদের সাথে, একই সাথে রুটির সম্পর্ক ও বেটির সম্পর্ক হয় না। যে ব্যবস্থায় একসাথে বসে খাওয়াও সম্ভব না। একসাথে পানি পান করতে পারবে না, বিবাহ করতে পারবে না। তাহলে ব্রাহ্মণের ভিতরে কোন জাতি নেই। আর ব্রাহ্মণের ভিতর এইগুলো হলো, এনক্লোজড কাস্ট।

249 - 26:13 - তারা বৈদিক, আর বাকি সব অবৈদিক। বাকি সব অবৈদিকদের শুধু জাতি ব্যবস্থা আছে, ধর্ম নেই। কেননা যে বৈদিক, তাদের জন্য বেদ ধর্মগ্রন্থ। আর যারা অবৈদিক, তাদের কোন ধর্ম নেই, কারণ তাদের কোন ধর্মগ্রন্থই নেই। তাদের একটা ভগবানও নেই।

252 - 26:35 - হিন্দুরা বুদ্ধকে জবরদখল করে তাদের ধর্মে ঢুকিয়েছে, কিন্তু তাকে ভগবান বলে মানে না। আবার বুদ্ধ ভগবানে বিশ্বাস করে না। জৈন ভগবানে বিশ্বাস করে না। লিঙ্গায়েত ভগবানে বিশ্বাস করে না। চার্বাক ভগবানে বিশ্বাস করে না। তাহলে ব্রাহ্মণবাদীদের দাবি অনুসারে, তারা হিন্দু হলে তাদের ভগবানও নেই, কোন ধর্মগ্রন্থও নেই।

254 - 26:45 - যাদের ধর্মগ্রন্থ আছে তারা, আর যাদের ধর্মগ্রন্থ নেই তারা, সবাই একই হিন্দু ধর্মাবলম্বী কিভাবে হওয়া সম্ভব? এই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র মানুষকে বুঝতে দেওয়া হয় না। প্রথম দিকে যখন বৈদিকেরা বা আর্যরা ভারতবর্ষে এসেছিল, তখন তাদের সাথে স্ত্রী বা মহিলা থাকতো না। আর থাকলেও সংখ্যা অনেক কম থাকতো। কারণ ভারতবর্ষে এসে অবস্থান করতো। আর কাউকে নৃশংস ভাবে লুট করে দ্রুত সরে পড়ার জন্য সাথে স্ত্রী বা মহিলা ও বাচ্চা থাকলে সমস্যা।

259 - 27:15 - তো তারা এখানকার শূদ্রাতি শূদ্রদের স্ত্রী, মহিলাদের উপর অত্যাচার, ব্যাভিচার ও পরে ধীরে ধীরে, শূদ্রাতি শূদ্রদের স্ত্রী, মহিলাদের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করে। যাদের ধর্মগ্রন্থ আছে তারা, আর যাদের ধর্মগ্রন্থ নেই তারা, সবাই একই হিন্দু ধর্মাবলম্বী কিভাবে হওয়া সম্ভব? এই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র মানুষকে বুঝতে দেওয়া হয় না। কিন্তু তাদের স্থান তো শূদ্রের দিয়েছে, আর এই কারণে বৈদিক ধর্ম অনুসারে স্ত্রী বা মহিলা শূদ্র।

261 - 27:26 - বৈদিক ধর্ম অনুসারে তাদের যজ্ঞ করার অধিকার নেই। এখন অনেকে বলবে মহিলাদের অমুক ধর্মে তো এই অধিকার নেই। তমুক ধর্মে তো সেই অধিকার নেই। যজ্ঞ একটি ধর্মীয় ক্রিয়ার অংশ। আর শূদ্রের স্ত্রী, মহিলারা তাদের সাথে কিছু জিনিস নিয়ে এসেছে। ভারতীয় মূলনিবাসীদের কিছু জিনিস, যেমন কুমকুম তিলক।

263 - 27:39 - সারা পৃথিবীতে বৈদিক বা আর্যের বসবাস আছে। যেমন জার্মানিতে আর্য জাতির বসবাস আছে (জার্মানির ছান্সে মনুর বংশজ)। এখানে অর্থাৎ ভারতবর্ষে বৈবস্বত মনুর বংশজ, কিছু সবর্ণী মনুর বংশজ। চোদ্দ প্রকারের মনু ছিল। তাহলে বৈদিক বা আর্যের চোদ্দ ভাগ হয়েছিল।

265 - 27:51 - আর সারা বিশ্বের অন্য যেসব জায়গায় বৈদিক বা আর্য আছে, সেই সব জায়গায় কুমকুমের ব্যবহার নেই। শুধু মাত্র ভারতবর্ষেই কুমকুমের ব্যবহার আছে। কারণ কুমকুম ভারতবর্ষের মূলনিবাসীদের চিহ্ন।

267 - 28:04 - এ ছাড়াও তারা তাদের সাথে, গাছ-পালাকে পূজা করা, পশু-পাখিকে পূজা করা, জমি বা ক্ষেতের পূজা করা, ফসলের পূজা করা মতো অনেক ধরনের ব্রত নিয়ে গিয়েছে। আর এইসব মহিলাদের কাছ থেকে শিখে, কিছু বৈদিকও ব্রত করা শুরু করে। তো আর সব বৈদিকেরা সিদ্ধান্ত নেয়, যারা ব্রত করে তারা ভালো বৈদিক না। তাদেরকে ধর্ম থেকে বের করে দেওয়া হতো। আর এখন থেকেই এসেছে আরিয়া ব্রত।

272 - 28:39 - আর যে ব্রত করে সে বৈদিক না। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন বৈদিকদের যজ্ঞ কমে যায়, এবং বৈদিকদের ব্রত করা ছাড়া খাওয়া পরা মুশকিল হয়ে গিয়েছিল, তখন তারা প্রচার করা শুরু করে ব্রত তো আমাদের ধর্ম। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, কোন ব্রাহ্মণের; কোন মন্দিরে যেয়ে পূজা করার কোন ধর্মীয় ভাবে প্রদত্ত কোন অধিকার নেই।

275 - 28:59 - এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা, আমাদের সবার এই কথাটা মাথায় রাখা উচিত। কারণ বৈদিকদের যে ধর্ম তা যজ্ঞ করার ধর্ম। বৈদিকের ধর্মগ্রন্থ গীতা অনুসারে, কর্মের কথা বলা হয়েছে, আর যজ্ঞ তাদের কর্ম। গীতাতে কৃষ্ণ বলেছে, চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ - (গীতা অধ্যায় - ৪, শ্লোক - ১৩)। এখানে কর্ম বলতে অন্য কোন কাজকে বোঝানো হয়নি,

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1

এখানে কর্ম বলতে যজ্ঞদি কর্মকেই বুঝিয়েছে।

280 - 29:31 - তাহলে যারা যজ্ঞ করে, তাদের জন্য মূর্তি পূজা নয়। আর যারা মূর্তি পূজা করে তারা অগ্নিক না। তাহলে ব্রাহ্মণ যদি বৈদিক ও যজ্ঞকরি হয়; এবং বেদকে মানে, তাহলে তাদের মূর্তি পূজা করার কোন অধিকার নেই। এখন সবাই বলবে, সব জায়গায় তো মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণই হয়ে থাকে। এর জন্যই বলেছি, প্রশ্ন ওঠানো শুরু করতে।

285 - 30:00 - অন্ধপ্রদেশে একটা ঘটনা ঘটেছিল। ওখানকার এক অচ্ছুৎ জাতি (ব্রাহ্মণদের মতানুসারে অচ্ছুৎ জাতি। আদতে সব মানুষ তো এক, সমান।), এক দেবীর মন্দির তৈরী করে। সেই দেবীর প্রতিষ্ঠা করেছিল। তখনকার সময় প্রায় পাঁচ লক্ষ ভারতীয় রুপি দিয়ে, কাশ্মীর থেকে ব্রাহ্মণ এনে, সেই পূজা করেছিল। এর পর তথাকথিত ওই অচ্ছুৎ জাতির কিছু মানুষ, অন্ধপ্রদেশের কোর্টে মামলা করে দেয়।

290 - 30:36 - আর মামলার মূল বিষয়বস্তু ছিল যে, কোন ব্রাহ্মণের, কোন দেব দেবীর প্রতিষ্ঠা করার অধিকার নেই। শুরুর দিকেই ব্রাহ্মণ বৈদিকেরা, ভারতীয় মূলনিবাসী পূজারী জাতি ছিল, তাদেরকে সরিয়ে দিয়েছে। যেমন শিবের পূজা করে, এমন দুই জাতি আছে। শিব পূজা জঙ্গম বা জঙ্গমারু করে, আর [গুরহ(গ্রহ - Groho জাতি)] করে।

295 - 31:09 - তাদেরকে সরিয়ে দিয়েছে। আর যারা দেবীর পূজা করতো, তাদের ভিতর ভুতে ছিল, আর গোণ্ডি (Gondi) বা গোঁড় বা গোণ্ড জাতি (মাতঙ্গ সমাজ)। অথবা তথাকথিত অচ্ছুৎ ছিল। যেমন রেণুকা বা রেনুগা বা রেনুমাতা বা রেণুকা কচ্ছপের পূজা করা, তাদেরকে রেনু রাই গোণ্ডি বা রেনু গোণ্ডি বলা হতো। এছাড়াও মাতঙ্গ সমাজ আছে, মহার সমাজ আছে।

299 - 31:35 - আবার মারাঠারা যারা তুলজা ভবানীর পূজাকে কদম বলে, আর তাদেরকে কদম রাই গোণ্ডি বলে। ভোসলে যে শিবাজী রাজ্য ছিল তারাও গোণ্ডি ছিল, কদম রাই গোণ্ডি ছিল। ভৈরব নাথের পূজা করতো মারাঠা কোকাটে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে পুরো ভারতের সব মন্দিরে, ভারতীয় মূলনিবাসী, দলিত বহুজন সমাজের একটা অবস্থা ছিল। যা আজ লুটেরা, ঠগাতি আর্য ব্রাহ্মণেরা ধর্মের নাম ধোকা দিয়ে, মূলনিবাসীদের ধর্মের ধাঁধায় ফেলে হাতিয়ে নিয়েছে। আর এখানকার মূলনিবাসীদের দিয়েছে ধর্মের নাম আজীবনের গোলামিত্ব। বংশপরম্পরায় যুগের পর যুগ গোলাম বানানোর ব্যাবস্থা।

|-----|End Topic|-----|

Title: Arun Kr Gupta - It is not Hindu religion but the punishment of Dalit backward people. Brahmanism and Hinduism. Arjak Tv

Signature: UW5Oclld2hWR0p2YUdraFVHZG5hbVJxWW0waFZURjM

Identity: Z1Z0Q1NtQkFnRTVoZ0RsSw

Destiny: U250K2R5bFVleWxRZm5sOU9Xbz0

1 - 00:00 - হিন্দু ধর্মের সাহিত্য সবাই পড়া শুরু করলে ডক্টর ভীমরাও আশ্বদকরের মতো পোড়ানো শুরু করবে।

4 - 00:07 - ব্রাহ্মণ কোনো লড়াই করে না, কোনো লড়াইয়ে হারে না। কারণ ব্রাহ্মণ আমাকে, আপনাকে সর্বদা লড়াইয়ের ভিতরেই রাখে। আর আমরা সারাক্ষণ ওদের হয়ে লড়তে থাকি।

8 - 00:13 - গঙ্গার পানি ছিটিয়ে গোবরকে দেবতা বানিয়ে দিয়েছে। গোবর পানি, গোমূত্র পবিত্র বলে খাওয়ায়ে দিয়েছে। আর এদের সব থেকে বড় ব্যাবসা হলো - মন্দির।

12 - 00:24 - এদের জন্য ধর্ম না, ধর্মের নাম ধান্দা। আর হিন্দু ধর্ম তো ধর্ম না।

14 - 00:30 - যদি হিন্দু ধর্মকে ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করাও হয়, তারপরেও হিন্দু ধর্ম এখনকার মূলনিবাসীর জন্য এটা একটা সাজা।

|-----|Start Main Topic|-----|

|-----|End Topic|-----|

Title: Arun Kr Gupta - Who is fatal for Dalits? English or Brahminism - Purification Devadasi system

Part-1|ArunKrGupta-ItisnotHindureligionbutthepunishmentofDalitbackwardpeople.BrahmanismandHinduism.ArjakTv

পৃষ্ঠাঃ ২১ এর ৯

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1

- ArjakTv

Signature: U250emFuUXBYR3AzY0hFcFdHOXZjbXh5YW5VcFhUbC8

Identity: YjM1eGQzZGJWVnQxT1RrOQ

Destiny: UTNSM2NDSk5kQ0pKZDNKMk1tTT0

|~~~~|Starting Start|~~~~|

1 - 00:00 - যে সমাজ লেখাপড়া করতে দেয়নি, চেয়ার টেবিলে বসতে দেয়নি, পিছিয়ে পড়া জনগণের সাথে হওয়া বৈষম্য দূর করার জন্য কোন চেষ্টা না করে, তাদেরকে শোষণ করে চলেছে। এই সমস্ত ব্রাহ্মণবাদী, মানুষিক ত্রিমনাল, জাতিবাদী আতঙ্কিতা পায়ে জুতা পরতে দেয়নি, ঘোড়া বা সাইকেল চড়তে দেয়নি। শূদ্র বলে গালি দেওয়া, অচ্ছুত বলে অপমান করা ভারতবর্ষের মূলনিবাসীর মনে এতটুকু প্রশ্ন আসা উচিত। তোমার মৃত্যুর পর এই সমস্ত ধৃত মনুবাদী স্বার্থপরের দল তোমাকে স্বর্গে পাঠাবে, না তোমাকে জুতো পিটা করে পিঠের হাড় ভাঙবে। নাকি তার পায়ের জুতা টানবে, তার নিশ্চয়তা কে দিবে?

10 - 00:20 - শূদ্রের বিয়ের পর, নতুন বউ স্বামীর ঘরে যাওয়ার পূর্বে কমপক্ষে প্রথম তিন রাত ব্রাহ্মণের ঘরে গিয়ে শারীরিক সেবা দিতে হতো। ঝোড় জঙ্গল থেকে আসা বাবা ধাবা, তেল তবলা, হিন্দু ধর্মের নামে, শূদ্র স্ত্রী শুদ্ধিকরণের নামে হাজারো বছর ধরে আমাদের মা বোনের উপর এভাবে অত্যাচার, শোষণ করতো।

15 - 00:33 - গঙ্গাদান

|~~~~|Starting End|~~~~|

|-----|Start Main Topic|-----|

|-----|End Topic|-----|

Title: Great interview of magician Late Siyaram Mahto. Don't forget to watch till the end

Signature: WEdwMmZXb3BTM0ZxZTJwOUtWMDVYdz09

Identity: UmpNNWNWSnRXVVpEVVRGMA

Destiny: VUdWNGFTUliWDFsZG1WeEpGRmxiSGcwY3c9PQ

1 - 00:00 - গোমূত্র পবিত্র হলে, ব্রাহ্মণকেই ১ লিটার গোমূত্র দান হিসেবে দিয়ে দিলেই হয়। ভারতই পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে ঘি পোড়ানো হয়। দুধ যত্রতত্র অযথা ফেলে দেওয়া হয়, আর মূত্র পান করা হয়। এবং তাও অনেক চড়া দামে বিক্রি করা হয়।

6 - 00:14 - ব্রাহ্মণ মন্ত্র দিয়ে গোবরকে গণেশ বানিয়ে দেয়, তাহলে তারা তো মন্ত্র দিয়ে গোবরকে হালুয়া, পুডিং বানিয়ে খেয়ে নিলেই পারে। মন্ত্র দিয়ে ফিটকিরিকে চিনি বানিয়ে খেয়ে নিতে পারে। চুরি ডাকাতি, খুন খারাবি সহ হাজারো পাপ করে, গঙ্গা স্নান করলে কোন বিচার ছাড়াই সব পাপ ধুয়ে যাবে, এ কেমন কথা?

10 - 00:28 - একই রাশির রাম ও রহিম, একই রাশির রাম ও রাবণ, কৃষ্ণ ও কংস, একই রাশির মনমোহন সিং, মায়াবতী, মূল্যায়ম সিং, মমতা ব্যানার্জি, ওই একই রাশির একজন রিকশাচালক, ওই একই রাশির একজন ভিক্ষুক। একই রাশির একজন প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে, আবার ওই একই রাশির একজন ভিক্ষা করছে। তাহলে রাশিচক্রের কি মূল্য থাকলো, এ রাশিচক্র না - রাশিচক্রান্ত?

17 - 00:49 - ব্রাহ্মণ পন্ডিতও বোঝে মাটির তৈরী, পাথরের তৈরী এইসব দেবতা বা ভগবান না, আর তারা এইও জানে ভারতবর্ষের আদিনিবাসী, মূলনিবাসী এই সত্য জেনে গেলে তাদের দোকান চলবে না, ধর্মের নাম ধান্দাবাজী বন্ধ হয়ে যাবে।

|-----|Start Main Topic|-----|

|-----|End Topic|-----|

Title: Hinduism History In Urdu - Hinduism Explained - Hindu Dharm Kya Hai - Studio One

Part - 1 | - ArjakTv

পৃষ্ঠাঃ ২১ এর ১০

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1

Signature: VjNoNWFHMXpKRk55TkdrPQ

Identity: YzEwN2JFNvpVSFZvZERkWQ

Destiny:

মন্দিরে যারা যায় তারা হিন্দু; আবার নিচু জাতের হিন্দু মন্দিরে যাওয়ার কারণে মন্দির অপবিত্র হয়ে যায়। বেদ যারা শোনে, মানে তারা হিন্দু; আবার বেদ শুনলে কানের ভিতর ফুটন্ত গরম সীসা ঢেলে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে তারাও হিন্দু।

|-----|Start Main Topic|-----|

|-----|End Topic|-----|

Title: Title

Signature: Author

Identity: Link Id

Destiny: Lecturer Or Speaker

rZFIdQIW_J8

আকর্ষণ মিথ্যাবাদী, সত্য বলার উপদেশ দেয়। মিথ্যা বলা পাপ, বলে বেড়ানো এইসব নিকৃষ্ট, নির্দয় গোয়াড় - ব্রাহ্মণবাদী, মনুবাদীর দল; অমৃত্যু ভণ্ডামি, ধর্মের নামে ধান্দাবাজি আর সীমাহীন মিথ্যা বলতে পারে।

যেখানে মানুষে মানুষে ভেদ করে, সেই দেব গ্রন্থের নাম বেদ।

আজকাল একটা কথা খুব জোরেশোরে প্রচার করা হচ্ছে, হিন্দু ধর্মে কোন জাতি প্রথা নেই। আর থাকলেও সবাই সমান। এমন কথা প্রচার করে যারা শূদ্র, আদতে যারা ভারতবর্ষের মানুষ, যাদেরকে ব্রাহ্মণ ধর্মে শূদ্র বলে গালি দিয়ে আসছে; অথচ তারাই ভারতবর্ষের মূলনিবাসী জনগণ, তাদেরকে বোঝাতে চাই যে - ব্রাহ্মণ ধর্মে জাতি প্রথা নেই, আর বর্ণ ব্যবস্থায় সবাই সমান। এই ধরনের মনুবাদী বা যাকে ব্রাহ্মণবাদী ব্যবস্থা বলে, সেই ব্রাহ্মণ ধর্মে প্রতি ধর্মাত্মতা ছড়াতে থাকে। এইসব কাল্পনিক গল্প, কথাকে তারা ইতিহাস বলে প্রচার করে, আর মানুষকে প্রতিনিয়ত ষড়যন্ত্র করে চলেছে। আমাদের উচিত এইসব কাল্পনিক কথা, কাহিনীর উপর উন্মুক্ত আলোচনা করা, যাতে করে যারা এইসব মনুবাদী ধূর্তের কথার ফাঁদে পড়ে, ভণ্ডামি ও প্রতারণার শিকার হয়েছে, খুব খারাপ ভাবে ফেঁসে গিয়েছে তারা যেন এইসব পৈশাচিক মনুবাদীর চক্রান্ত থেকে বের হয়ে আসতে পারে।

ব্রাহ্মণ ধর্ম, বর্ণ জাতি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ একটা ধর্ম। আর বর্ণ ব্যবস্থার মানে, কোন জায়গার জনসংখ্যাকে, জাতি বর্ণ ব্যবস্থার ভিত্তিতে চার ভাগে ভাগ করে ফেলা, জাতি বর্ণ ব্যবস্থার ভিত্তিতে টুকরো টুকরো করে ফেলা। কারণ এই নিকৃষ্ট মনুবাদী, ধান্দাবাজের দল - মানব সভ্যতাকে প্রথমে টুকরো, টুকরো করে দেয়। তারপর তারা সেখানে সর্বসর্বা হয়ে বসে। আর বাকীদের জন্য আলাদা আলাদা নিয়ম কানুন, দায়িত্ব, কাজ চাপিয়ে দেয়। আলাদা আলাদা কাজ করতে বাধ্য করে।

মেহেনতের কাজ, কঠোর পরিশ্রমের কাজ এসব বাকীদের উপর চাপিয়ে দেয়। আর যে সমস্ত হারামখোরী কাজ আছে যেমন, যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে, ঘরের কোনায় লুকিয়ে থাকা মেহেনত ও পরিশ্রমের কাজ না করে হারামখোরের মতো অন্য বর্ণ বা জাতির মানুষের কাছ থেকে দান নেওয়া, ভিক্ষা নেওয়া, তাদের উপরে হুকুম চালান এই সব দায়িত্ব ও ক্ষমতা তারা নিজেদের হাতে রাখে।

মানুষ যাতে তাদের ধর্মের নামে ধান্দাবাজীতে ধরা খায়, ফেঁসে যায় তার জন্য এরা জায়গায় জায়গায় মন্দিরের মতো দোকান খুলে রেখেছে। আর ধর্মের নাম এইসব কাল্পনিক গল্প, কাহিনীকে মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য, মিথ্যা - বানোয়াট, ভুয়া গল্প কাহিনী মানুষের কাছে ছড়াতে থাকে।

হিন্দু ধর্মে দেব দেবীর মূর্তি পূজা করে, পূজার শেষে সেই মূর্তির মুখে লাথি মেরে নদীর পানিতে ভাসিয়ে দেয়। হিন্দু লোক মৃত্যুর পর আগুনে পুড়িয়ে, নদীর পানিতে ভাসিয়ে দেয়। তাহলে এই পৃথিবীর সাথে তার সম্পর্ক কিসের?

এই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ সত্য বলে, এমন ব্রাহ্মণ খুঁজে পাওয়া কঠিন।

Topics:-

3g63-S5fUT4

Part - 1 | Hinduism History In Urdu - Hinduism Explained - Hindu Dharm Kya Hai - Studio One

পৃষ্ঠাঃ ২১ এর ১১

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1

01:41 - এই হিন্দু রাষ্ট্র কি? এই হিন্দু রাষ্ট্র হলো, হিন্দু ধর্ম মতে আমি - আপনি, জন্মচক্রের সবচেয়ে নিচে আনটাচেবল ৯০/৯৫% (পাসেন্ট) মানুষে পরিণত করবে। যাদের জন্ম নাকি পা থেকে হয়েছে।

01:49 - সাইন্সের স্টুডেন্ট হয়েও আমাকে কেউ শেখায়নি যে, পা থেকেও ডেলিভারি হয়। আমি জানতামই না যে, মুখ থেকেও কোন বাচ্চা জন্ম নিতে পারে। তাও ১৩/১৪ মাসে। কারো মুখেও কঙ্গিভ হতে পারে, এর ১৩/১৪ মাস পর সেখান থেকে ডেলিভারি হতে পারে। এমন বিচিত্র কথা আমি তো কখনো কোন সাইন্সের বইয়ে পড়িনি। আপনারা কেউ পড়ে থাকলে বা খুঁজে পেলে আমাকে জানিয়েন। অথচ হিন্দু গ্রন্থে এইসবই লেখা আছে।

Topics:-

হিন্দু, হীন অর্থাৎ নেতিবাচক। শুরুতেই হীন অর্থাৎ যে সকল মানুষ হীন মানুষিকতার তারাই হিন্দু।

1 - 00:00 - গাভী দুধ দেয়, তাই গাভীকে মা বলা হয়। তাহলে ষাড়কে কি বলে? কুকুরেও তো দুধ দেয়, তাহলে তাকেও মা বলা। গরু এক বাচ্চার জন্ম দেয়, বড়ো করে - কুকুরে তো ডর্জনের কাছে বাচ্চার জন্ম দেয়, বড়ো করে। আট, দশ বাচ্চাকে দুধ দেয়।

7 - 00:15 - মানুষ যে শুধু গরুর দুধ পান করে তা তো না। মহিষের দুধ পান করে, ছাগলের দুধ পান করে। তাহলে মহিষকে কেন মা বলে না। ছাগলকে কেন মা বলে না। উটের দুধ পান করে। ল্যাবরোটোরিতে উটের দুধ, মূত্র দিয়ে ওষুধও বানানো হয়। আর গরুর দুধের মতো উটের দুধ তো সহজে নষ্ট হয় না বা ফেটে যায় না। ২৪ ঘন্টা রেখে দিলেও ফেটে যায় না বা নষ্ট হয়ে যায় না। তাহলে উটকে কেন মা বলে না।

13 - 00:30 -

গরুর চামড়ার তৈরি জুতা তো ঠিকই পায়ে দাও। এখন বলবে সে তো মরা গরু, তাহলে নিজের মৃত মায়ের গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে, সেই চামড়া দিয়ে জুতা বানিয়ে পরো।

Title: Title

Signature: Author

Identity: Link Id

Destiny: Lecturer Or Speaker

<https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/jullvern/30346893>

ইংরেজরা দুইশো বছর ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করেছে, অকথ্য অত্যাচার করেছে। অনেক সম্পদ লুট করেছে। আবার সেই ব্রিটিশরাই নিম্ন বর্ণের মানুষের জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সৃষ্টি করা অনেক ভয়ঙ্কর কুপ্রথা দূর করেছে। তা যদি না হতো, তাহলে ওইসব কুপ্রথা থেকে নিম্ন বর্ণের মানুষ হয়তো আজও মুক্তি পেত কিনা সন্দেহ। সেই সব ভয়ঙ্কর প্রথার কয়েকটি তুলে ধরলাম:-

(১) কন্যা সন্তান হত্যা:-

তখন কন্যা সন্তান হলেই মেরে ফেলা হতো। ১৮০৪ সালে ইংরেজ সরকার আইন করে বন্ধ করে এই প্রথা।

(২) শিক্ষার অধিকার:-

নিম্ন বর্ণের মানুষের শিক্ষার অধিকার ছিল না। ১৮১৩ সালে ইংরেজ সরকার সবার জন্য শিক্ষার আইন তৈরি করে।

(৩) বিচার:-

অপরাধ করলে ব্রাহ্মণদের কোন শাস্তি বিধান ছিল না। ১৮১৭ সালে সবার জন্য আইন সমান চালু করে।

(৪) শূদ্র রমণীদের শুদ্ধিকরণ:-

শূদ্রদের বিবাহ হলে, শূদ্র বধু স্বামীর ঘরে যাওয়ার পূর্বে কমপক্ষে তিন রাত ব্রাহ্মণকে শারীরিক সেবা দিতে হতো। ১৮১৯ সালে ইংরেজ সরকার আইন করে তা বন্ধ করে।

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1

(৫) নরবলি:-

দেবতাকে প্রসন্ন করার জন্য, শূদ্র স্ত্রী-পুরুষ কে বলি দেওয়া হতো। ১৮৩০ সালে নরবলি প্রথা বন্ধ করে ইংরেজ সরকার।

(৬) প্রথম পুত্র সন্তান আইন:-

ব্রাহ্মণরা আইন বানিয়েছিল শুদ্রদের ঘরের প্রথম পুত্রকে গঙ্গায় ফেলে দিতে হতো যাতে শুদ্ররা কোনদিনই শক্তিশালী হতে না পারে। ১৮৩৫ সালে এই প্রথা বন্ধ হয়।

(৭) অধিকার:- নিচু জাতির মানুষের চেয়ারে বসার অধিকার ছিল না। ১৮০৫ সালে নিচু জাতির জন্য এই অধিকার চালু হয়।

(৮) সতীদাহ প্রথা:- স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর চিতায় বিধবাকে পুড়িয়ে মারা হতো। ১৮২৯ সালে ইংরেজদের হাত ধরে রাজা রামমোহন রায় এই প্রথা বন্ধ করেন।

(৯) গৌরিদান, বহুবিবাহ, নারী শিক্ষা:-

তখন নয় বছরের মধ্যে কন্যার বিবাহ না দিলে, সমাজে পতিত হতে হতো। ব্রাহ্মণরা অসংখ্য বিবাহ করত। এক কথায় বলা যায় ওটাই ছিল তাদের জীবিকা। মেয়েদের শিক্ষার অধিকার ছিল না। ১৮৬৭ সালে বহু বিবাহ বন্ধ হয়। ১৮৭২ সালের আইন তৈরি হয় ১৪ বছরের কম মেয়ে এবং ১৮ বছরের কম ছেলেদের বিবাহ দেওয়া চলবে না। ১৮৪৯ সালে কলকাতায় প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

(১০) দেবদাসী প্রথা:-

এক ভয়ঙ্কর প্রথা, নিচু বর্ণের মানুষের ঘরের সুন্দরী কন্যাদের মন্দিরে সেবার জন্য দিতে হতো। মন্দিরের পুরোহিতরা এবং জমিদাররা ওইসব মেয়েদের ভোগ করতেন। তাদের বাচ্চা হলে ফেলে দেওয়া হতো। যদি কেউ বেঁচে যেত তাদের বলা হতো 'হরিজন'।

এখনো দক্ষিণ ভারতের কোন কোন মন্দিরে এই প্রথা চালু আছে।

(তিন বছর আগে ফেসবুকে লেখা পোস্ট ব্লগে শেয়ার করলাম)

অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত

Caste of Dasgupta

[Caste of Dasgupta](#)

কায়স্থ

<https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5#:~:text=%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%20%E0%A6%B9%E0%A6%B2%20%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%20%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%BF,%2D%E0%A6%B0%20%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%20%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%20%E0%A6%B9%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A5%A4>

[কায়স্থ](#)

-

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1

Argument Debate - Bangla Writing - Part - 1